আমেরিকার /// নির্বাচন

আমেরিকার /// নির্বাচন

নির্বাচন সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য ৩

রাজনৈতিক দল ১৬

রাজনৈতিক কনভেনশন ২০

প্রাইমারি + ককাস ২২

আমেরিকার নির্বাচন

জাতীয় কনভেনশন ২৮

কংগ্রেসের নির্বাচন ৩০

ইলেক্টরাল কলেজ ৩২

প্রচারণা ৩৮

জনমত জরিপ ৪৪

ভোটপ্রদান ৪৬

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন গণতন্ত্রের স্তম্ভ।

নির্বাচন নাগরিকদেরকে সরকারের ব্যাপারে মৌলিকভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ দেয়: কে সরকার পরিচালনা করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার মাধ্যমে ।

নির্বাচন কেন দরকার?

নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট এবং একটি নির্বাচিত ব্যক্তির কাছ থেকে তার উত্তরসূরির হাতে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করতে নির্বাচন সহায়তা করে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান জাতীয় (বা "ফেডারাল"-কে) সরকারকে কিছু ক্ষমতা প্রদান করে আর কিছু ক্ষমতা অঙ্গরাজ্য ও জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখে। অনেক দেশে জাতীয় সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নীতি ঠিক করে থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে প্রাথমিক দায়দায়িত্ব ৫০টি অঙ্গরাজ্যের ওপর ন্যস্ত। জাতীয় নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক নীতি হল ফেডারাল সরকারের দায়িত্বের উদাহরণ।

সংবিধান অনুসারে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে প্রজাতান্ত্রিক সরকার থাকবে এবং এতে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার (যেমন, "কোন অঙ্গরাজ্য যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না; এর এক্তিয়ারভুক্ত কোন ব্যক্তিকে সমান আইনী সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করবে না।") লঙ্ঘন না করতে অঙ্গরাজ্যগুলোকে বলা হয়েছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে উলেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে।

• লস এঞ্জেলেসের ভেনিস বিচ ডিস্ট্রিক্টের একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে ক্যালিফোর্নিয়াবাসীরা, নভেম্বর ৪, ২০০৮।

আমেরিকার ব্যবস্থাকে জটিল মনে হতে পারে, তবে সরকারের সকল পর্যায়ে ভোটারদের যাতে মতামত প্রদানের অধিকার থাকে এটি তা নিশ্চিত করে।

কে ভোট দেয়?

১৭৮৯ সালে জর্জ ওয়াশিংটন যখন প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মাত্র ৬ শতাংশ ভোট দিতে পেরেছিল। মূল ১৩টি অঙ্গরাজ্যের অধিকাংশ রাজ্যে ২১ বছরের বেশি বয়সী জমিদার পুরুষদের কেবল ভোট দানের অধিকার ছিল।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ১৮ বছরের বেশি বয়সী যুক্তরাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ফেডারাল (জাতীয়), অঙ্গরাজ্য এবং স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দানের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

- প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের সদস্য অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ জন সদস্য এবং ১০০ জন সিনেটরই কেবল নির্বাচিত ফেডারাল কর্মকর্তা।

কোন কোন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ফেডারাল সরকার পরিচালনার নিয়মকানুন নির্ধারণ করে থাকে, তবে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রতিটির নিজস্ব সংবিধান এবং অঙ্গরাজ্য সরকার পরিচালনার নিজস্ব নিয়মকানুন রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে গভর্নরেরা চার বছর সরকার পরিচালনা করেন, তবে কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে গভর্নরেরা কেবল দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কিছু কিছু অঙ্গরাজ্যে ভোটাররা বিচারপতি নির্বাচিত করে, আবার কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে বিচারপতিদের নিযুক্ত করা হয়। অঙ্গরাজ্য এবং স্থানীয় জনগণ শত শত জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। গর্ভনর এবং অঙ্গরাজ্যের আইনপ্রণেতা থেকে শুরু করে স্কুল বোর্ডের সদস্য এমনকি কুকুর ধরার ব্যক্তি পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের সদস্য অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ জন সদস্য এবং ১০০জন সিনেটরই কেবল নির্বাচিত ফেডারাল জনপ্রতিনিধি।

যে কেউ কি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে নির্বাচিত ফেডারাল জনপ্রতিনিধি হওয়ার শর্তাবলি নির্ধারণ করা আছে।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে জন্মসূত্রে* যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে, অন্তত ৩৫ বছর বয়সী হতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে ১৪ বছর ধরে বসবাস করতে হবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যও যেকোন ব্যক্তিকে একই শর্ত পূরণ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১২তম সংশোধনী অনুসারে প্রেসিডেন্ট হিসেবে যিনি দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের একজন পদপ্রার্থীকে অবশ্যই অন্তত ২৫ বছর বয়সী হতে হবে, সাত বছর ধরে আমেরিকার নাগরিক হিসেবে থাকতে হবে এবং কংগ্রেসে তিনি যে অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন তাকে সেই অঙ্গরাজ্যের বৈধ বাসিন্দা হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট পদপ্রার্থী হতে হলে তাকে অন্তত ৩০ বছর বয়সী হতে হবে, ৯ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে থাকতে হবে এবং তিনি যে অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে চান তাকে সেই অঙ্গরাজ্যের বৈধ নাগরিক হতে হবে।

* জন্মসূত্রে নাগরিক সেই ব্যক্তি যে জন্মের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিল যাকে নাগরিকত্ব প্রদান করার প্রয়োজন হয়নি।

ফেডারাল সরকারের প্রতিনিধি হওয়ার শর্তাবলি

ফেডারাল সরকারের একজন প্রতিনিধিকে অবশ্যই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে

	ন্যূনতম বয়স	যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব এবং বসবাস
★ প্রেসিডেন্ট	৩৫ বছর	জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক; নির্বাচনের পূর্বে ১৪ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন
★ ভাইস প্রেসিডেন্ট	৩৫ বছর	জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক; নির্বাচনের পূর্বে ১৪ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন এবং প্রেসিডেন্টের অঙ্গরাজ্য ব্যতীত অন্য অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে
★ সিনেটর	৩০ বছর	৯ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন; যে অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত হতে চাচ্ছেন সেই অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে
★ রিপ্রেজেন্টেটিভ	২৫ বছর	৭ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন; যে অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত হতে চাচ্ছেন সেই অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে

কখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

জোড়-সংখ্যক বছরগুলোতে ফেডারাল সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি চার বছর পরপর নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরের মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি দুই বছর পরপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ আসনের সবগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটররা ছয় বছর তাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন যাতে সিনেটের ১০০ আসনের এক-তৃতীয়াংশ (বা এক-তৃতীয়াংশ যোগ এক) আসনে পর্যায়ক্রমে প্রতি দুই বছর পরপর নির্বাচন করা যায়।

পদে থাকা অবস্থায় কোন সিনেটর যদি মারা যান বা অক্ষম হয়ে যান তাহলে বেজোড় সংখ্যক বছরে বা পরবর্তী জোড় সংখ্যক বছরে একটি বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। নবনির্বাচিত সিনেটর মূল সিনেটরের মেয়াদকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত পদে আসীন থাকেন। কিছু কিছু অঙ্গরাজ্যে গভর্নর মূল মেয়াদের বাকি অংশের জন্য একজনকে নিযুক্ত করে থাকেন।

একজন ব্যক্তি কতবার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন?

প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন যখন তৃতীয় মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন অনেক আমেরিকানই মনে করলেন যেকোন প্রেসিডেন্টের জন্য দুই মেয়াদে থাকাই যথেষ্ট।

১৯৪০ সালের আগ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের উত্তরসূরিদের কেউ তৃতীয় মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট হতে চাননি। চলিশের মহামন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট তৃতীয় মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং নির্বাচনে তিনি জয় লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি চতুর্থবারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মারা যান। কিছু কিছু মানুষ মনে করেন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এত দিন ধরে কোন একজন ব্যক্তির হাতে থাকা উচিত নয়। ফলে ১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনী পাস করা হয়, যাতে দুই বারের বেশি কোন ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

• ১৮০০ সাল থেকে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অবস্থিত হোয়াইট হাউজ প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক কার্যালয় এবং বাসভবন হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপারে কি নিয়ম?

কংগ্রেসের সদস্যদের ক্ষেত্রে মেয়াদের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। অঙ্গরাজ্য বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পদের মেয়াদের ক্ষেত্রে যদি কোন সীমাবদ্ধতা থেকে থাকে তাহলে তা অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে বা স্থানীয় অধ্যাদেশে বর্ণনা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের দুটি কক্ষ– প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেটের ক্ষমতা প্রায় সমান, তবে তাদের নির্বাচন পদ্ধতি যথেষ্ট ভিন্ন। আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ চেয়েছেন যে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণ জনগণের কাছের মানুষ হবেন যাতে জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে।

সেজন্য তারা প্রতিনিধি পরিষদের আয়তন অপেক্ষাকৃত বড় করেছেন যাতে ছোট ছোট লেজিসলেটিভ ডিস্ট্রিক্টের (নির্বাচনী আসন) অনেক সদস্য এতে স্থান পান এবং ঘন ঘন নির্বাচন করা যায় (প্রতি দুই বছর পরপর)।

- যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের দুটি কক্ষ– প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেটের।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেকটির জন্য প্রতিনিধি পরিষদে একটি করে আসন রয়েছে এবং জনসংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত আসনও বরাদ্দ করা হয়েছে।

যেমন আলাস্কার জনসংখ্যা অত্যন্ত কম তাই এর একজন মাত্র প্রতিনিধি রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া সবচেয়ে জনবহুল অঙ্গরাজ্য, এর প্রতিনিধি ৫৫জন। প্রতি ১০ বছর পরপর আদম শুমারি করা হয়। সেই আদম শুমারির ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদের আসন পুনর্বন্টন করা হয়।

প্রতিটি অঙ্গরাজ্য তার কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টের (কংগ্রেসের নির্বাচনী আসন) সীমানা নির্ধারণ করে। অঙ্গরাজ্যগুলো কিভাবে তা করবে সে ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টের নাগরিক সংখ্যা যতটা সম্ভব সমান থাকে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, যখন কোন দল অঙ্গরাজ্যের সরকার পরিচালনা করে তখন সে তার কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে এই সীমানা নির্ধারণের চেষ্টা করে।

সিনেটকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এর সদস্যরা বৃহত্তর নির্বাচনী অঞ্চল যথা পুরো অঙ্গরাজ্যকেই প্রতিনিধিত্ব করে এবং এতে জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকে।

তাই সিনেটে বড় অঙ্গরাজ্যের যতখানি প্রভাব ছোট অঙ্গরাজ্যেরও (দুইজন সিনেটর) ততখানি প্রভাব রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের দুটি কক্ষ- প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেটের ক্ষমতা প্রায় সমান, তবে তাদের নির্বাচন পদ্ধতি যথেষ্ট ভিন্ন।

ফেডারাল সরকারের জন্য নির্বাচন

জোড়সংখ্যক বছরগুলোতে সাধারণত ফেডারাল সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রতি ৪ বছর পরপর প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে প্রতি ৬ বছর পর পর সিনেটরেরা নির্বাচিত হন এবং রিপ্রেজেন্টেটিভরা প্রতি ২ বছর পর পর নির্বাচিত হন।

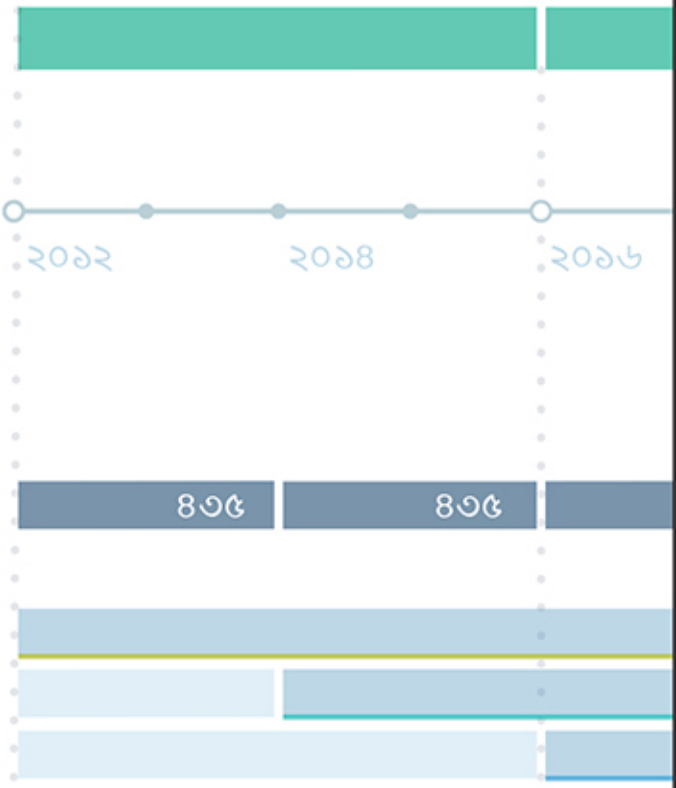

ফেডারাল সরকারের জন্য নির্বাচন

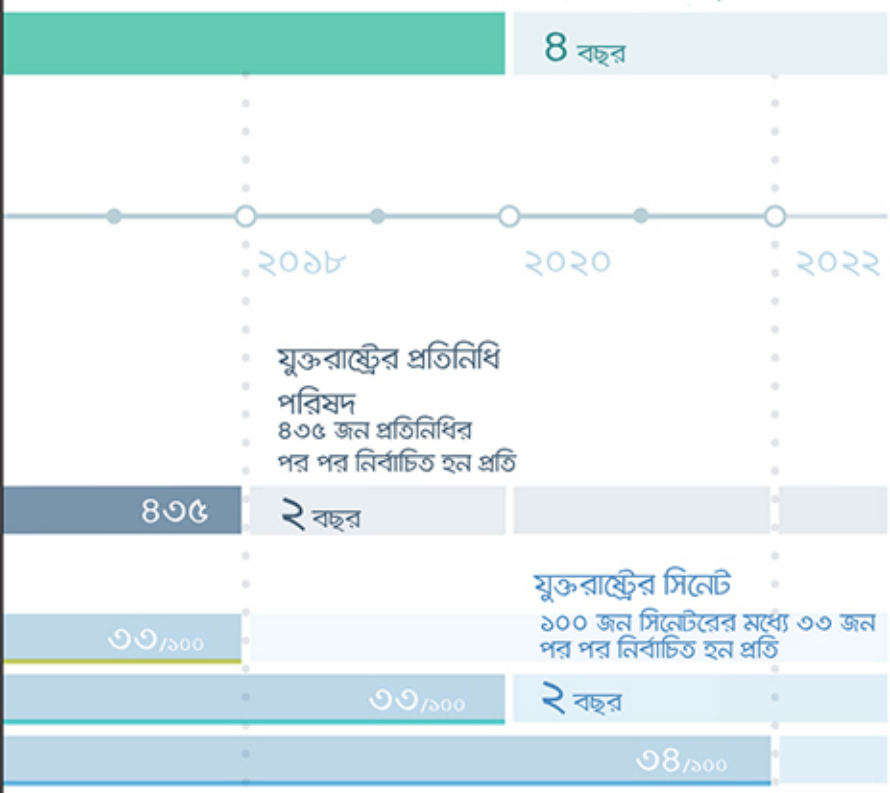

যুক্তরাষ্ট্রে কেন কেবল দুটি বড় রাজনৈতিক দল?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কোন রূপকল্প করেন নাই। কিন্তু যখন ভোটদানের অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতির পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ ঘটেছে তখন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে। ১৮৩০এর দশকে ডেমোক্র্যাট এবং হুইগস- দুটি প্রধান দল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বর্তমানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টি দুটি আধিপত্য করছে। উভয় দলই ১৮ ও ১৯ শতকের দলগুলোর উত্তরসূরি।

প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরাই প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস, গভর্নরের পদ এবং অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ১৮৫২ সাল থেকে প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট হয় রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্র্যাট দল থেকে নির্বাচিত হয়েছে।

- ১৯ শতক থেকে গাধা ডেমোক্র্যাটদের এবং হাতি রিপাবলিকানদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

• ১৮৫২ সাল থেকে প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট হয় রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্র্যাট দল থেকে নির্বাচিত হয়েছে।

৫০টি অঙ্গরাজ্যের খুব কম অঙ্গরাজ্যেই এমন কোন গর্ভনরকে নির্বাচন করেছে যে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান নয়। কংগ্রেসে বা অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় স্বতন্ত্র বা তৃতীয় কোন দলের সদস্য সংখ্যা অত্যন্ত কম।

কেন আরো ছোট ছোট দল নেই? এর কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ আমেরিকার "ফার্স্ট পাস্ট দা পোস্ট" নির্বাচন পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পায় সে বিজয়ী হয় যদিও সে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের তুলনায় কম ভোট পায়। কোন দল যে পরিমাণ ভোট পাবে তার ভিত্তিতে যেসব দেশে আইন সভার আসন বন্টন করা হয় সেখানে ছোট দল গঠনের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উৎসাহ বেশি দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় একটি দল কেবল তখনই কোন আসনে জয়লাভ করবে যখন তার প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পাবে। ফলে ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হয়ে যায়।

যেসব আমেরিকান ডেমোক্রেটিক বা রিপাবলিকান কোন দলকেই সমর্থন করে না তারা কি করে?

- অনেক সময় আমেরিকানরা মনে করে তারা যে নীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দেয় প্রধান রাজনৈতিক দলের একটিও সে সবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক আমেরিকান ভোটার নিজেদেরকে রাজনৈতিকভাবে "স্বতন্ত্র" বা কোন দলের সাথে সংশিষ্ট নয় বলে আখ্যায়িত করছে।

তবে জনমত জরিপে দেখা যায় অধিকাংশ স্বতন্ত্র ব্যক্তিই হয় ডেমোক্রেটিক অথবা রিপাবলিকান দলের প্রতি ঝুঁকে আছে। কেউ কেউ ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট। কোন দলের সাথে সংশিষ্টতা থাকুক বা না থাকুক ১৮ বা তার চেয়ে বেশি বয়সী সব আমেরিকান স্থানীয়, অঙ্গরাজ্য এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে।

যেসব আমেরিকান কোন দলকেই সমর্থন করে না দুই-দল ব্যবস্থা কিভাবে তাদের বিশ্বাসকে প্রতিনিধিত্ব করে?

অনেক সময় আমেরিকানরা মনে করে তারা যে নীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দেয় প্রধান রাজনৈতিক দলের একটিও সেসবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। তারা একটি কৌশল অবলম্বন করতে পারে তা হল তাদের মতের জনপ্রিয়তা দেখানোর জন্য তারা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। ১৮৯২ সালে এ ধরনের একটি বিখ্যাত ঘটনা ঘটেছিল, যখন অসন্তুষ্ট আমেরিকানরা 'পপুলিস্ট পার্টি' গঠন করেছিল। এই পার্টির প্ল্যাটফর্ম পর্যায়ক্রমিক আয়কর, সিনেটরদের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং আট ঘণ্টা কর্মদিবসের ডাক দেয়। পপুলিস্ট পার্টি কখনো প্রেসিডেন্ট পদে জিততে পারেনি, কিন্তু বড় দলগুলো তাদের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে। পপুলিস্ট পার্টির অনেক মতামতকেই ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানরা গ্রহণ করতে শুরু করে এবং সময়ের সাথে সাথে তা দেশের আইনে পরিণত হয়।

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদেরকে কিভাবে বাছাই করা হয়?

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছরের গ্রীষ্মে ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানরা একটি জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করে। তারা সেখানে তাদের নীতিমালার একটি "প্ল্যাটফর্ম" গ্রহণ করে এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তাদের দলের প্রার্থীকে মনোনীত করে। মনোনয়ন লাভের জন্য বর্তমানে ডেলিগেটদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পেতে হয়।

আগে কনভেনশনগুলো রোমাঞ্চকর ছিল। সেসময় ফলাফল ছিল অনিশ্চিত এবং প্রতিটি ব্যালট পেপারের সাথে সাথে প্রার্থীদের উত্থান-পতন ঘটত। অনেক সময় "ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ" হোটেল কক্ষে দলের ধূমপায়ী নেতারা তাদের পছন্দের প্রার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় ডেলিগেট ভোট নিশ্চিত করতে সমঝোতায় পৌঁছাতেন।

বর্তমানে প্রক্রিয়াটি আরো স্বচ্ছ হয়েছে। গত ৬০ বছর ধরে কনভেনশন শুরুর আগেই প্রত্যেক দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কে তা জানা যায়।

প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যকে (ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু ভূ-খণ্ডসহ) বেশকিছু সংখ্যক ডেলিগেট বরাদ্দ দেয়া হয়। সাধারণত জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হয় তবে বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলের প্রার্থীর পক্ষে অঙ্গরাজ্য ভোট দিয়েছিল কিনা এ ধরনের বিষয় বিবেচনা করে বোনাস ডেলিগেট দেয়ার নিয়মও আছে। অধিকাংশ ডেলিগেটই, অন্তত প্রথম ব্যালটে, কোন বিশেষ প্রার্থীকে সমর্থন করার "অঙ্গীকার" করেন। আর অনেক বছর ধরেই কোন কনভেনশনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে মনোনয়নের জন্য একটির বেশি ভোটের প্রয়োজন পড়ছে না।

• ২০০৮ সালের ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে ডেমোক্র্যাটরা তাদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বারাক ওবামার ছবি দোলাচ্ছেন।

প্রাইমারি এবং ককাসের মধ্যে কি পার্থক্য?

প্রাইমারি নির্বাচন ও ককাসের মধ্যে পার্থক্য হল কিভাবে সেগুলোর আয়োজন করা হয় এবং কারা এতে অংশগ্রহণ করে এবং অংশগ্রহণের হারেও বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

প্রাইমারি: অন্যান্য নির্বাচনের মতই অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো প্রাইমারি নির্বাচনের অর্থ দেয় এবং তা পরিচালনা করে। ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যায়, ভোট দেয় এবং তারপর চলে যায়। ভোটারের পরিচয় অজ্ঞাত থাকে এবং ভোট দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যায়। কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য "বন্ধ" প্রাইমারির আয়োজন করে যাতে কেবল ঘোষিত দলীয় সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন, বন্ধ ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে কেবল রেজিস্টার্ড ডেমোক্র্যাটরা ভোট দিতে পারে। উন্মুক্ত প্রাইমারিতে সব ভোটাররা অংশগ্রহণ করতে পারে দলের সাথে তাদের সংশিষ্টতা থাকুক বা না থাকুক।

ককাস: অঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলো ককাসের আয়োজন করে, যেখানে দলের বিশ্বস্ত সদস্যরা যেসব প্রার্থী দলের মনোনয়ন পাক বলে তারা চায় তাদের পক্ষে খোলাখুলিভাবে কথা বলে। এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান যেখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রকাশ্যে ভোটদান করে। ককাস সেইসব প্রার্থীদের পছন্দ করে যাদের নিবেদিতপ্রাণ ও সংগঠিত সমর্থক রয়েছে এবং যারা তাদের পছন্দনীয় প্রসিডেন্ট পদপ্রার্থীর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ কনভেনশন ডেলিগেটদের নির্বাচিত করতে ককাসকে ব্যবহার করতে পারবে। ককাসের অংশগ্রহণকারীরা যেসব ইস্যু অঙ্গরাজ্য বা জাতীয় দলের প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হোক বলে তারা চায় সেগুলোকে চিহ্নিত করে এবং অগ্রাধিকার অনুসারে সাজায়। ককাসে অংশগ্রহণের জন্য অধিক রাজনৈতিক সংশিষ্টতা ও সময় প্রয়োজন। তাই প্রাইমারির তুলনায় ককাস কম অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষন করে।

- নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারির সময় রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিট রমনি বেডফোর্ড হাই স্কুল পরিদর্শন করেন। জানুয়ারি ৮, ২০০৮।

কতগুলো অঙ্গরাজ্য প্রাইমারি বা ককাসের আয়োজন করে এবং কখন সেগুলো অনুষ্ঠিত হয়?

ঐতিহাসিকভাবে অল্প কিছু অঙ্গরাজ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারি বা ককাসের আয়োজন করত। তবে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় ভোটারদের অধিকতর অংশগ্রহণের প্রতিই ঝোঁকটা ছিল। ৭০এর দশক থেকে প্রাইমারি ও ককাস আয়োজনকারী অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের সবগুলো এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া হয় প্রেসিডেন্ট প্রাইমারি অথবা ককাসের আয়োজন করে।

অঙ্গরাজ্যের দলগুলো নির্ধারণ করে তারা প্রাইমারির আয়োজন করতে চায় নাকি ককাসের। কিছু অঙ্গরাজ্য এক ফরম্যাট থেকে অন্য ফরম্যাটে চলে যায়।

কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য প্রাইমারি এবং ককাস উভয়েরই আয়োজন করে। যেমন, আলাস্কা এবং নেব্রাস্কায় রিপাবলিকানরা প্রাইমারির আয়োজন করে অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা ককাসের আয়োজন করে। কেন্টাকিতে ডেমোক্র্যাটরা প্রাইমারির এবং রিপাবলিকানরা ককাসের আয়োজন করে।

- নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রাইমারির আয়োজন করে।

বহু বছর ধরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছর সাধারণত জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে আইওয়া প্রথম ককাসটির আয়োজন করে এবং তার অল্প সময় পরে নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রথম প্রাইমারির আয়োজন করে। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য জোরালোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে কোন প্রার্থীর যথেষ্ট সমর্থন নেই তা এইসব এবং আরো অন্যান্য প্রাথমিক প্রতিযোগিতা নির্ধারণ করে। তাই প্রার্থীরা এসব প্রাথমিক অঙ্গরাজ্যে বিপুল প্রচেষ্টা চালায়। তারা তাদের চাহিদা ও স্বার্থগুলোকে চিহ্নিত করে এবং এমনকি ছোট অঙ্গরাজ্যগুলোর ভেতরেও কর্মী, মিডিয়া এবং হোটেলের পেছনে অর্থ খরচ করে তাদের প্রচারাভিযান চালায়। ফলে আরো বেশি সংখ্যক অঙ্গরাজ্য শীতের মাসগুলোতে তাদের প্রাইমারি এবং ককাসের আয়োজন করে। অনেক অঙ্গরাজ্য একই দিনে এগুলোর আয়োজন করে।

• বর্তমানে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের সবগুলো এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া হয় প্রেসিডেন্ট প্রাইমারি অথবা ককাসের আয়োজন করে।

প্রধান দলগুলো ঘন ঘন এমনভাবে নিয়ম-কানুন বদলায় যাতে তারা সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থীকে পায়। যেমন, ২০১৬ সালে রিপাবলিকানরা যেসব অঙ্গরাজ্য ১৫ মার্চের পর প্রাইমারির আয়োজন করবে তাদের ডেলিগেটদের "উইনার-টেক-অল" প্রদানের অনুমতি দেবে। সুতরাং যে প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পাবে-এমনকি যদি তা আট-প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রটির ২৫ শতাংশ ভোটও হয়- সে অঙ্গরাজ্যের সব ডেলিগেটদের পাবে।

প্রাইমারি এবং ককাসের বিস্তার ও বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ দলের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই প্রধান দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীরা পরিচিত হয়ে যান। এটি জাতীয় মনোনয়দান বা ন্যাশনাল নোমিনেটিং কনভেনশনের গুরুত্বকে ম্লান করে দেয় এবং তা অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়।

Washington
Montana
North Dakota
Minne
Oregon
Idaho
South Dakota
Wyoming
Nebraska
Nevada
Utah
Colorado
Kansas
California
Arizona
New Mexico
Oklahoma
Texas
Alaska
Hawaii

অঙ্গরাজ্য অনুসারে প্রাইমারি এবং ককাস

ককাসগুলোতে কেবল রেজিস্টার্ড দলীয় সদস্যরা ভোট দিতে পারে, তবে ককাসে যেকেউ দলে যোগদান করতে পারে। বন্ধ প্রাইমারিতে কেবল রেজিস্টার্ড দলীয় সদস্যরা ভোট দিতে পারে, তবে উন্মুক্ত প্রাইমারিতে যেকোন নিবন্ধিত ভোটার ভোট দিতে পারে।

প্রাইমারি ককাস বা উভয়ই

ককাস =
প্রাইমারি =
উভয়ই =

রাজনৈতিক দলগুলো কেন এখনো জাতীয় মনোনয়নদান কনভেনশনের আয়োজন করে?

যদি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা প্রাইমারি এবং ককাসের মাধ্যমেই নির্বাচিত হয় তাহলে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কেন এখনো জাতীয় মনোনয়নদান কনভেনশনের আয়োজন করে?

এর কারণ কনভেনশনগুলো প্রতিটি দলকে তাদের মনোনীত প্রার্থীকে পরিচিত করার এবং বিরোধী দলের সাথে তার পার্থক্যগুলো সংজ্ঞায়িত করার সুযোগ প্রদান করে।

মনোনয়নদান কনভেনশনগুলো ব্যাপকভাবে টেলিভিশনে প্রচার করা হয় এবং এগুলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জাতীয় প্রচারাভিযানের সূচনা করে।

দলের নেতা ও মনোনীত প্রার্থীর বক্তৃতা শুনতে, মনোনীত প্রার্থী কাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট (অনেক সময় কনভেনশনের আগ পর্যন্ত তা ঘোষণা করা হয় না) হিসেবে বেছে নিল তা জানতে, অঙ্গরাজ্যের ডেলিগেশনের ডেলিগেট ভোটের রোল কল এবং দলের "প্ল্যাটফর্মের" (যে ডকুমেন্ট বিভিন্ন ইস্যুতে প্রত্যেকটি দলের অবস্থান বর্ণনা করে) অনুমোদন দেখতে আমেরিকানরা এখনো মনোনয়নদান কনভেনশনগুলো দেখে।

• ২০০৮ সালের ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর স্ত্রী মিশেল ওবামার পক্ষে সমর্থকেরা স্লোগান দিচ্ছে।

কনভেনশনগুলো প্রতিটি দলকে তাদের মনোনীত প্রার্থীকে পরিচিত করার এবং বিরোধী দলের সাথে তার পার্থক্যগুলো সংজ্ঞায়িত করার সুযোগ প্রদান করে।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হতে কত ভোট পেতে হয়?

অন্য যেকোন প্রার্থীর চেয়ে বেশি ভোট। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে প্রার্থী অধিকাংশ ভোট পায় (অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ভোট অঞ্চলের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট) সেই নির্বাচনে জয় লাভ করে। একে বলা হয় "সিঙ্গল-মেম্বার" ডিস্ট্রিক্ট সিস্টেম। ৩৯টি অঙ্গরাজ্যে অধিকাংশ ফেডারাল এবং অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনে প্রার্থীরা কেবলমাত্র অধিকাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হতে পারে। যদি কোন প্রার্থীই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট না পায় তাহলে ১১টি অঙ্গরাজ্যে (আলাবামা, আলাস্কা, জর্জিয়া, লুইজিয়ানা, মিসিসিপি, নর্থ ক্যারোলাইনা, ওকলাহোমা, সাউথ ক্যারোলাইনা, সাউথ ডেকোটা, টেক্সাস এবং ভারমন্ট) দ্বিতীয়বার নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে।

সিঙ্গল মেম্বার ডিস্ট্রিক্ট অর্থ হলো কোন একটি ডিস্ট্রিক্টে বা নির্বাচনী অঞ্চলে কেবল একটি দলই জয় লাভ করবে। এই ব্যবস্থা যেসব গণতান্ত্রিক দেশে আনুপাতিক ব্যবস্থা আছে তার বিপরীত। এই ব্যবস্থা ছোট দলগুলোকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে, কারণ জাতীয় প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জনের মত পর্যাপ্ত নির্বাচনী অঞ্চলে জয়লাভ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

- ম্যাসাচুসেটসের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জন এফ. কেনেডি তার প্রথম নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিনিধি পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এ পদে থাকেন।

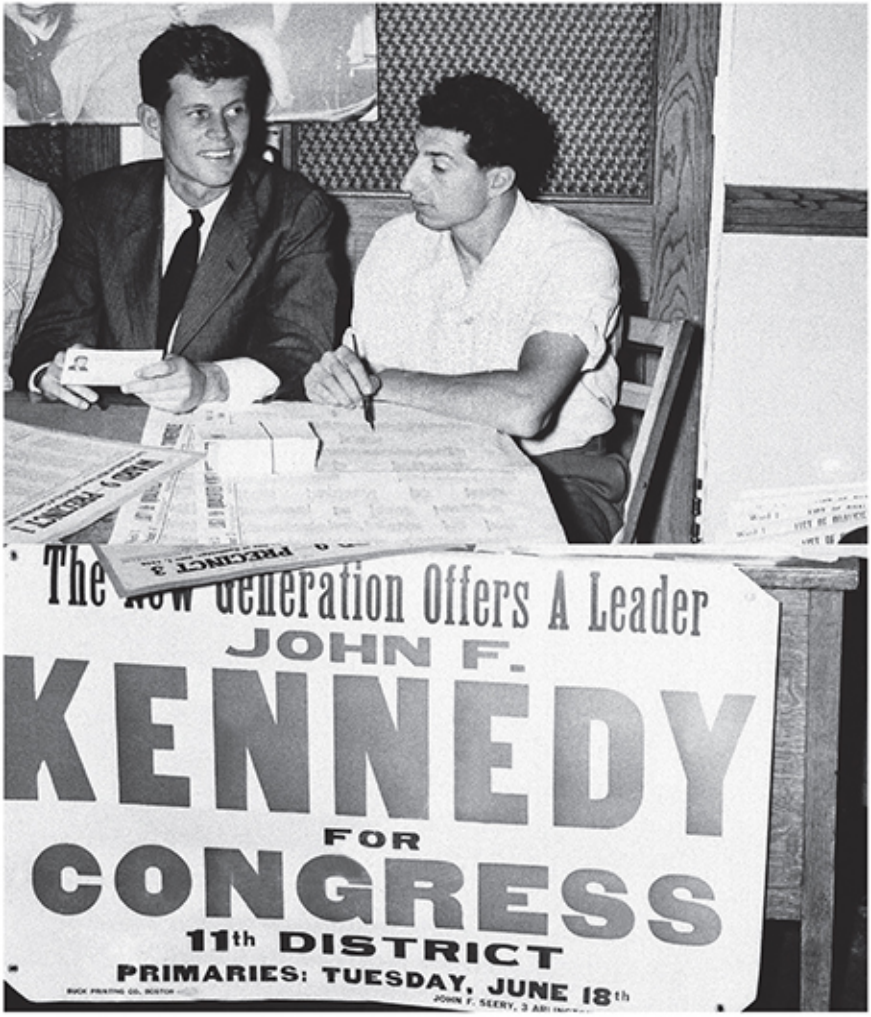
The New Generation Offers A Leader
JOHN F.
KENNEDY
FOR
CONGRESS
11th DISTRICT
PRIMARIES: TUESDAY, JUNE 18th

সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কি সবসময়ই জয় লাভ করে?

সবসময় নয়। চারটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে যেখানে যিনি জয় লাভ করেছেন তিনি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাননি। এ ধরনের ঘটনা প্রথম ঘটে ১৮২৪ সালের নির্বাচনে জন কুইন্সি অ্যাডাম্সের ক্ষেত্রে এবং সর্বসম্প্রতি ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জ ডাব্লিউ বুশ এবং আল গোরের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ ধরনের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

এটি কিভাবে ঘটে?

এর জবাব "ইলেক্টরাল কলেজে"র মধ্যে নিহিত। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে চেয়েছেন যা (তৎকালীন) ১৩টি অঙ্গরাজ্য এবং আমেরিকার জনগণের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। ভোটাররা প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদেরকে বেছে নেন, কিন্তু অঙ্গরাজ্যের আইনপ্রণেতারা (তারাও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত) সিনেটরদের নির্বাচিত করেন। অঙ্গরাজ্য ইলেক্টরাল কলেজে তাদের ডেলিগেটদের পাঠায় যারা প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে।

- ইলেক্টরাল কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে, কিন্তু জনগণ ইলেক্টরাল কলেজের সদস্যদের নির্বাচন করে।

এই ব্যবস্থাকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক করার জন্য আমেরিকানরা পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধন করে। ১৯১৩ সালের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটররা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে শুরু করেন। অন্যদিকে যদিও ইলেক্টরাল কলেজ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে, তবে জনগণ ইলেক্টরাল কলেজের সদস্যদের নির্বাচন করে।

আসুন দেখি কিভাবে এটি কাজ করে।

নভেম্বরে দেশব্যাপী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর ডিসেম্বরে ইলেক্টরাল কলেজ বৈঠকে বসে। অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যেই ইলেক্টররা তাদের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার যেভাবে ভোট দিয়েছেন তার ভিত্তিতে ভোট দিয়ে থাকেন। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখে ইলেক্টররা তাদের অঙ্গরাজ্যে ভোট দিয়ে থাকেন এবং জানুয়ারিতে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে এর ফলাফল গণনা করে।

প্রতিনিধি পরিষদে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের যত জন প্রতিনিধি রয়েছে তার সমান ইলেক্টর রয়েছে। অঙ্গরাজ্যের আদমশুমারির এবং তার দুই সিনেটরের ভিত্তিতে প্রতিনিধি পরিষদে তার সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া, যেটি কোন অঙ্গরাজ্য নয় এবং কংগ্রেসে যার ভোটদানের মত কোন প্রতিনিধি নেই, তার তিনটি ইলেক্টরাল ভোট রয়েছে।

ইলেক্টরাল কলেজে ৫৩৮ জন ইলেক্টর রয়েছেন; প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় লাভ করতে ২৭০টি ইলেক্টরাল ভোট পাওয়া প্রয়োজন।

অধিকাংশ অঙ্গরাজ্য "উইনার টেক অল"-এর ভিত্তিতে ইলেক্টরাল ভোট প্রদান করে থাকে। যে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কোন অঙ্গরাজ্যের অধিকাংশ নাগরিকের ভোট পান তিনি ওই অঙ্গরাজ্যের সব ইলেক্টরাল ভোটও পান।

দুটি অঙ্গরাজ্য -নেব্রাসকা এবং মেইন- পরীক্ষামূলকভাবে তাদের নাগরিকদের ভোটের ওপর ভিত্তি করে আনুপাতিক হারে ইলেক্টরাল ভোট প্রদান করেছিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কৌশল হল ২৭০ পর্যন্ত ইলেক্টোরাল ভোট যোগ করে এমন অঙ্গরাজ্যের সমন্বয় সাধন করা। কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্য নির্বাচনের ইলেক্টোরাল ভোটের ওপর নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করতে পারে।

উইনার টেক অল ব্যবস্থার একটি পরিণতি হল জাতীয়ভাবে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও একজন প্রার্থী নির্বাচনে হেরে যেতে পারে।

ধরুন একজন প্রার্থী কোন অঙ্গরাজ্যে অল্প ব্যবধানে জয় লাভ করলেন যে অঙ্গরাজ্যের অনেকগুলো ইলেক্টরাল ভোট রয়েছে। তারপরও সেই প্রার্থী ওই অঙ্গরাজ্যের সবগুলো ইলেক্টরাল ভোট পাবে। যদি কোন প্রার্থী স্বল্প ব্যবধানে ক্যালেফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে জয় লাভ করে তাহলে সে ক্যালিফোর্নিয়ার ৫৫টি ইলেক্টরাল ভোটের সবগুলো পাবে। সেই একই প্রার্থী অন্যান্য ছোট ছোট অঙ্গরাজ্যগুলোতে বড় ব্যবধানে হারতে পারে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বির তুলনায় কম জনগণের ভোট পেতে পারে। কিন্তু ইলেক্টরাল কলেজে তারপরও সেই প্রার্থীই এগিয়ে থাকবে।

প্রার্থীদের জন্য সব অঙ্গরাজ্যে এমনকি যেসব অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যা এবং ইলেক্টরাল ভোট কম সেসব অঙ্গরাজ্যেও প্রচারাভিযান চালানোটা গুরুত্বপূর্ণ যাতে সে ২৭০টি ইলেক্টরাল ভোট পেতে পারে।

- যে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কোন অঙ্গরাজ্যের অধিকাংশ নাগরিকের ভোট পান তিনি ওই অঙ্গরাজ্যের সব ইলেক্টরাল ভোটও পান।

উইনার টেক অল ব্যবস্থার একটি পরিণতি হল জাতীয়ভাবে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও একজন প্রার্থী নির্বাচনে হেরে যেতে পারে।

আমেরিকানরা কেন ইলেক্টরাল কলেজ রেখেছে?

সংবিধানে এর কথা বলা আছে এবং সংবিধান সংশোধন করা খুবই কঠিন। ইলেক্টরাল কলেজ ব্যবস্থা দুই-দল ব্যবস্থাকেও জোরদার করে। যার অর্থ প্রধান দুই দলের কেউই এর পরিবর্তন চায় না।

তবে ইলেক্টরাল কলেজকে ধরে রাখার আরো অন্যান্য কারণ রয়েছে।

ইলেক্টরাল কলেজ ব্যবস্থা যেভাবে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের ব্যাপকভাবে এমনকি ছোট অঙ্গরাজ্যগুলোতেও- যেখানকার অধিবাসীরা হয়ত তা না হলে প্রার্থীদেরকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেত না- প্রচারাভিযান চালাতে বাধ্য করে তা অনেক আমেরিকানই পছন্দ করে। কারণ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা কোন একটি অঙ্গরাজ্য বা অঞ্চলের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইলেক্টোরাল ভোট অর্জন করতে পারবে না। তারা দেশের সকল অংশের ভোটারদের সম্পর্কে জানে এবং তাদের স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়গুলো তুলে ধরে। ফলস্বরূপ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান কিভাবে পরিচালনা করবে তার ওপর ইলেক্টরাল কলেজের প্রভাব রয়েছে, আর এটি একটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান চালানোর খরচের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

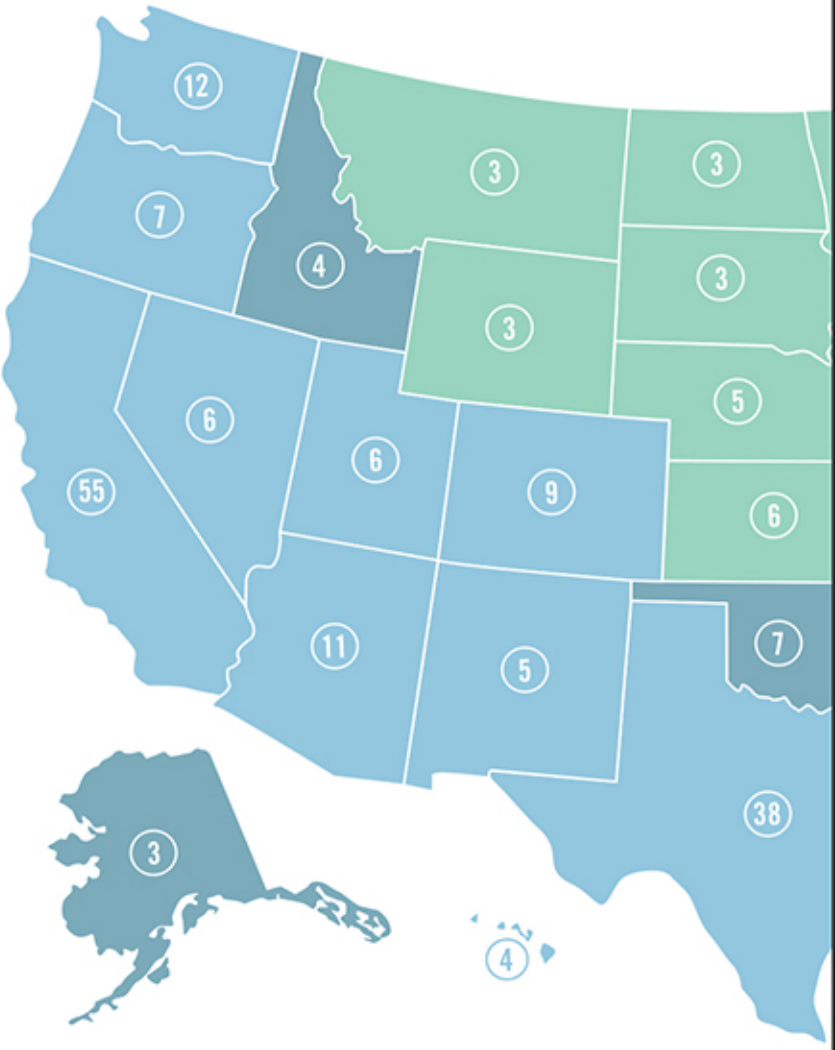
12
7
4
3
3
3
3
5
6
55
6
9
6
11
5
7
38
3
4

অঙ্গরাজ্য অনুসারে ২০১৬ সালের ইলেক্টরাল কলেজের ভোট

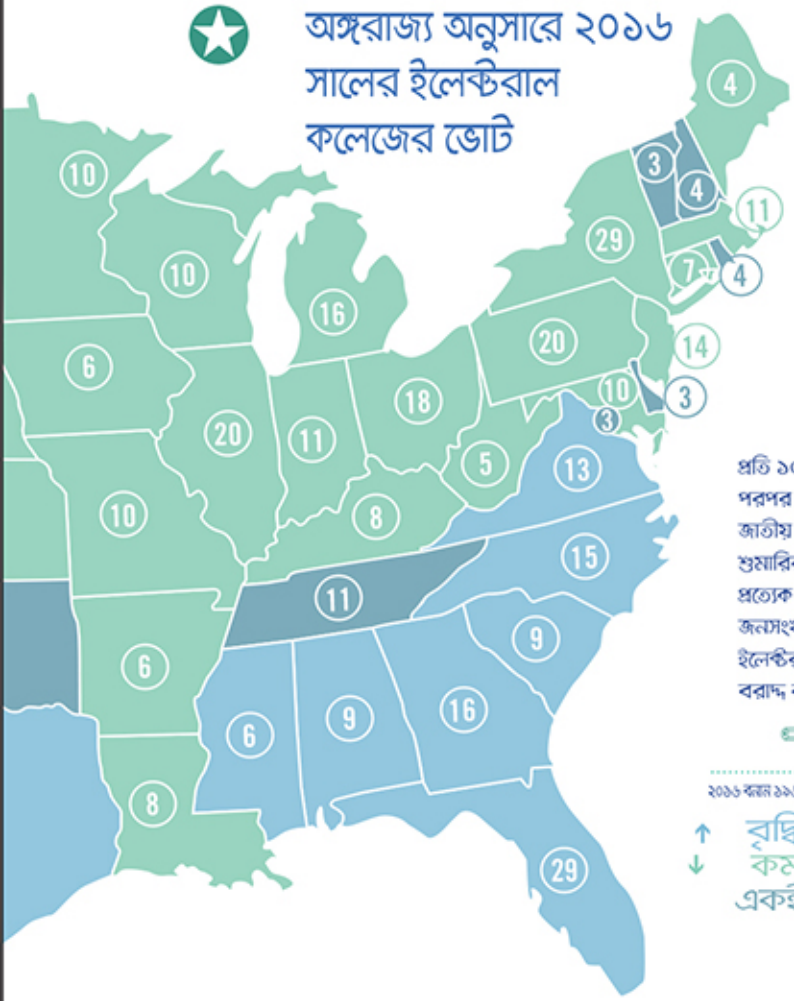

প্রতি ১০ বছর পরপর পরিচালিত জাতীয় আদম শুমারির ভিত্তিতে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যা অনুসারে ইলেক্টরাল ভোট বরাদ্দ করা হয়।

২০১৬ বনাম ১৯৬০

↑ বৃদ্ধি =
↓ কম =
একই =

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা কিভাবে প্রচারাভিযানের ব্যয় বহন করে?

১৯৭৬ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা তাদের প্রচারাভিযানের ব্যয় বহনের জন্য সরকারি অর্থায়ন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের যোগ্য। ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত সকল প্রার্থী একটি বিশেষ অংকের বেশি অর্থ ব্যয় করবে না এরূপ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে।

তবে এই ব্যবস্থা প্রার্থীদের কাছে ক্রমান্বয়ে আবেদন হারাতে থাকে কারণ ব্যয়ের যে সীমা বেধে দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত কম মনে হয়। প্রধান প্রার্থীরা বেসরকারি খাত থেকে এর চেয়ে বেশি অর্থ জোগাড় করতে পারে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সরকারি তহবিল থেকে অর্থ না নিয়ে টাকা তুলে নিজেদের প্রচারাভিযানের ব্যয় মিটিয়ে থাকে।

- দলের মনোনীত প্রার্থীরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান চালাতে সরকারি তহবিল ব্যবহার করতে পারে। তবে তারা প্রাইমারি এবং ককাসে মনোনয়ন লাভের জন্য প্রচারাভিযান চালাতে সরকারি তহবিল ব্যবহার করতে পারে না।

যেসব প্রার্থী নিজেরা তহবিল যোগাড় করে থাকে, তাদের জন্য ফেডারাল আইনে বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট, সিনেটর এবং রিপ্রেজেন্টেটিভরা কিভাবে এবং কার কাছ থেকে চাঁদা চাইতে পারবেন। কোন ব্যক্তি বিশেষ কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে পারবে তার পরিমাণও এতে বেধে দেয়া হয়েছে। কোন প্রার্থীকে কে অর্থ প্রদান করছে গণমাধ্যম এবং নাগরিকেরা যাতে তা জানতে পারে আইনে তারও নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে অবশ্যই পলিটিকাল কমিটি নামক একটি প্রচারণা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ফেডারাল নির্বাচন কমিশনে তার নিবন্ধন করাতে হবে। নিবন্ধিত পলিটিকাল কমিটি তহবিল চাইতে পারবে তবে তার তোলা সকল অর্থের হিসাব তাকে কমিশনকে জানাতে হবে। কমিশন জনগণের কাছে এসব তথ্য তুলে ধরবে। সম্প্রতিক সময়ে প্রধান দলগুলোর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা তাদের প্রচারাভিযানে শত শত কোটি ডলার খরচ করেছে। যারা নিজেদের অর্থ নিজেরা যোগাড় করে তাদেরকে অবশ্যই হাজার হাজার তহবিলদাতা খুঁজে বের করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানে এত অর্থ কেন ব্যয় হয়?

সংক্ষেপে এর জবাব হল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মৌসুমের ১২ বা তার বেশি মাস ধরে ১০ কোটি ভোটারের একটি জাতির সাথে যোগাযোগ করাটা বেশ ব্যয়বহুল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৫০টি অঙ্গরাজ্যে অবশ্যই প্রচারাভিযান চালাতে হবে। এর অর্থ হল তাদেরকে অবশ্যই জাতীয় এবং অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে কর্মী নিয়োগ করতে হবে। নিজে গিয়ে এবং জাতীয় ও স্থানীয় টেলিভিশন, রেডিও ও সামাজিক গণমাধ্যমের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছতে হবে। প্রেসিডেনশিয়াল প্রাইমারি ও ককাসের বিস্তার ঘটায় প্রচারাভিযান দীর্ঘতর হয়েছে এবং অতীতের তুলনায় ভ্রমণ বেশি করতে হচ্ছে এবং বিজ্ঞাপনের পেছনে বেশি অর্থ খরচ হচ্ছে।

• ভোটাররা যেখানে বাস করে সেখানে পৌঁছানের জন্য রাজনৈতিক প্রার্থিদের অবশ্যই অর্থনৈতিক তহবিল বাড়াতে হবে।

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রচারাভিযান চালাতে একজন প্রার্থীকে কর্মী নিয়োগ দিতে হয়; অফিসের জায়গার এবং ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হয়; গবেষনা করতে হয়; পজিশন পেপার তৈরি করতে হয়; রেডিও-টেলিভিশনে, বিভিন্ন প্রকাশনায় এবং ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হয়। অসংখ্যবার জনগণের সামনে আসতে হয় এবং তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়।

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে তাদের প্রাথমিক প্রচারাভিযান চালাতে হয় এবং মনোনয়ন পেলে সারাদেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রচারাভিযান চালানোর কঠিন কাজটি করে যেতে হয়। প্রতিনিধি পরিষদের একজন প্রার্থীকে তার নির্দিষ্ট নির্বাচনী অঞ্চলে প্রচারাভিযান চালাতে হয়। অন্যদিকে একজন সিনেট পদপ্রার্থীকে পুরো অঙ্গরাজ্যে প্রচারাভিযান চালাতে হয়।

প্রার্থীদের অন্য আর কোনো অর্থের উৎস আছে কি?

২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে রাজনৈতিক ব্যয় এক ধরনের বক্তৃতার মত আর তাই তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী দ্বারা সুরক্ষিত। ফলে ২০১০ সাল থেকে প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অবাধে তাদের অর্থ খরচ করতে পারে।

রায়ে "পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটিকে" (পিএএস) অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। যখন বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং স্বার্থসংশিষ্ট গোষ্ঠী তাদের অর্থকে একত্রিত করে বিশেষ কোন মত, প্রার্থী, ভোটের উদ্যোগ বা আইনকে সমর্থনের জন্য তা প্রদান করে তখন এ ধরনের পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। ফেডারাল আইন অনুসারে কোন সংগঠন তখনই পিএএস-এ পরিণত হবে যখন কোন ফেডারাল নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সেই সংগঠন ২,৬০০ ডলারের বেশি অর্থ পাবে বা খরচ করবে। কখন কোন সংগঠন পিএএস-এ পরিণত হবে সে সম্পর্কে অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজস্ব আইন রয়েছে।

• টেক্সাসের হিউস্টনের একটি রাস্তায় বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সাইনবোর্ড।

যেহেতু পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটিগুলো প্রার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল সংগ্রহ কমিটির অধীন নয় তাই তারা একই আইনের আওতাভুক্ত হবে না। যদিও তাদেরকে ফেডারাল নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধন করতে হবে কিন্তু তারা কতটা ঘনিষ্ঠভাবে প্রার্থীর সাথে কাজ করতে পারবে সে ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে। যেমন কোন পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি প্রার্থীর নির্বাচনী কমিটিকে ৫০০০ ডলারের বেশি অর্থ সরাসরি প্রদান করতে পারবে না। তবে কোন বিশেষ প্রার্থীর মতামতকে সমর্থন বা বিরোধীতা করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারে পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় করতে পারবে।

জনমত জরিপ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

জনমত জরিপ যদিও নির্বাচনী আইন ও বিধির অংশ নয়, তথাপি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এসব জরিপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করে এবং তারা ঘন ঘন জরিপ করে। জরিপের তথ্যের মাধ্যমে প্রার্থীরা জানতে পারে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের তুলনায় কতটা ভালো অবস্থানে আছে এবং কোন ইস্যুগুলো ভোটারদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং অন্যান্য মিডিয়াও জনমত জরিপ করে এবং তার ফলাফল প্রকাশ করে (বেসরকারি জনমত জরিপের ফলাফলের পাশাপাশি)। অন্যান্যদের পছন্দের তুলনায় তাদের পছন্দনীয় প্রার্থী, ইস্যু এবং নীতির অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণা দেয়ার জন্য এটি করা হয়।

৫০ বছর আগে কেবল একটি বা দুটি বড় সংস্থা জনমত জরিপের ক্ষেত্রে আধিপত্য করত। আজকের দিনে তাৎক্ষণিক সংবাদ, ইন্টারনেট আর ২৪ ঘণ্টা ক্যাবল সংবাদ চ্যানেলের যুগে আরো অনেক জরিপ এবং জরিপের ফলাফল প্রকাশ এবং ফলাফলের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। কিছু জনমত জরিপে সর্বাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলেও, অন্যান্যগুলো তড়িঘড়ি করে সম্পন্ন করা হয় এবং অত্যন্ত ছোট আকারের নমুনা ব্যবহার করা হয়। ফলে সমাজ বিজ্ঞানের তুলনায় বিনোদন হিসেবেই এগুলোর মূল্য বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক জরিপের নির্ভুলতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং অন্তত দুটি জনমত জরিপ সংস্থা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে "ঘোড় দৌড়" ধরনের জনমত জরিপ করাটা বন্ধ করেছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে প্রার্থী, মিডিয়া বা সাধারণ মানুষ জরিপ এবং জরিপের পছন্দসই ফলাফলের দৃষ্টান্ত দেয়া থেকে বিরত থাকবে তা মনে হচ্ছে না।

• জনমত জরিপের উপাত্ত ব্যবহার করে ১৯৪৮ সালে শিকাগো ট্রিবিউন ও অন্যান্য পত্রিকা তাদের ভোরের সংস্করণে ঘোষণা করে যে রিপাবলিকান প্রার্থী থমাস ডিউই বর্তমান প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানকে পরাজিত করেছেন। এরপর ৩০৩টি ইলেক্টোরাল ভোট পেয়ে ট্রুম্যান যখন জয় লাভ করলেন, তখন তিনি এই ভুল শিরোনামটি দেখিয়ে রিপোর্টারদের বলেন, "আমি এভাবে কথাটি শুনিনি!"

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন কে পরিচালনা করে?

যুক্তরাষ্ট্রে সব নির্বাচন-এমনকি ফেডারাল পদের নির্বাচনও - স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। হাজার হাজার প্রশাসক-সাধারণত সরকারি চাকুরিজীবী যারা কাউন্টি বা সিটি কর্মকর্তা বা অফিস সহকারী-তারা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন।

এই প্রশাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল একগুচ্ছ কাজ সম্পন্ন করে থাকে:

- নির্বাচনের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা।
- প্রার্থীদের যোগ্যতা প্রত্যয়ন করা।
- যোগ্য ভোটারদের নাম নিবন্ধন করা এবং নিবন্ধিত ভোটারদের তালিকা তৈরি করা।
- ভোটের সরঞ্জাম নির্বাচন করা।
- ব্যালটের নকশা করা।
- নির্বাচনের দিন ভোটদান পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে একদল বড় কর্মীবাহিনীর ব্যবস্থা করা।
- ভোট গণনা করা এবং ফলাফল প্রকাশ করা।

- হাজার হাজার প্রশাসক-সাধারণত সরকারি চাকুরিজীবী যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ নির্বাচনের ফলাফলই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় না, কিন্তু কখনও কখনও জয়পরাজয়ে খুব স্বল্প ব্যবধান হয় বা ফলাফল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় এবং ভোট পুনর্গণনার প্রয়োজন হয়। ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফ্লোরিডার কিছু জায়গায় এরূপ ঘটেছে। ওই নির্বাচন ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচন প্রথম বারের মত অনেক আমেরিকানকে তাদের নির্বাচনকে ঘিরে যে ব্যাপক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ১৮ বছর ও তার বেশি বয়সী নাগরিকদের ভোট প্রদানের অধিকার দেয়া হয়েছে। যোগ্য ভোটারদের কোন জাতীয় তালিকা নেই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই তালিকা তৈরি করে। এর জন্য নাগরিকদেরকে ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করতে হয়। জালিয়াতি প্রতিরোধের জন্য এটি করা হয়ে থাকে। অতীতে কিছু নাগরিককে-বিশেষ করে দক্ষিণের আফ্রিকান আমেরিকানদের-ভোটদানে নিরুৎসাহিত করার জন্য বিশেষ নিবন্ধন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে 'ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট' এ ধরনের বৈষম্যমূলক প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য তার নিজস্ব নিবন্ধনের শর্তাবলি তৈরি করে থাকে। যেসব নাগরিকেরা বাসস্থান পরিবর্তন করবে তাদেরকে তাদের নতুন ঠিকানায় গিয়ে পুনরায় নিবন্ধন করতে হয়। অঙ্গরাজ্যগুলো কখনো কখনো নিবন্ধনের শর্তাবলি সহজতর করে আবার কখনো কখনো কড়াকড়ি করে। ১৯৯৩ সালের জাতীয় ভোটার নিবন্ধন আইন অনুসারে নাগরিকরা যখন তাদের অঙ্গরাজ্য প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করবে তখন ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবে। কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য নির্বাচনের দিন ভোটারদেরকে নাম নিবন্ধনের অনুমতি দেয়। সম্প্রতি কিছু অঙ্গরাজ্য আইন পাস করেছে যে সরকারের ইস্যু করা পরিচয়পত্র ব্যতীত নির্বাচনের দিন ভোটার নিবন্ধন করা যাবে না।

নির্বাচন প্রশাসকগণ অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে ভোটদানে ইচ্ছুক প্রত্যেক যোগ্য ভোটদাতা নিবন্ধন তালিকায় আছে। তাদেরকে সেই সঙ্গে যারা যোগ্য নয় (যারা প্রাপ্তবয়স্ক না বা এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় যারা থাকে না) তাদেরকেও তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। সাধারণত স্থানীয় কর্মকর্তারা যারা সম্প্রতি ভোট দেয়নি তাদেরকেও তালিকায় রাখে। তারা সম্ভাব্য যোগ্য ভোটারদেরকে বাদ দেয় না। নিবন্ধন তালিকায় নেই এমন কেউ ভোটকেন্দ্রে চলে আসলে কর্মকর্তারা সাধারণত সেই ব্যক্তির ভোটের রেকর্ড রাখতে একটি অস্থায়ী ব্যালট প্রদান করে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তির ভোটার হওয়ার যোগ্যতা পর্যালোচনা করে তার ভোট গণনা করা হয়, এটি সাধারণত নির্বাচনের দিনের পর হয়ে থাকে।

প্রতিটি নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তাদেরকে ব্যালট পেপার প্রস্তুত করতে হবে। তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রত্যয়নপ্রাপ্ত সকল প্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তের জন্য আসা সব বিষয় সঠিকভাবে লেখা হয়েছে। তাদেরকে অবশ্যই ব্যালটকে যতটা সম্ভব সহজ ও স্পষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে ।

ব্যালট পেপারের কোনো জাতীয় প্রমিতমান নেই, কিন্তু ফেডারাল আইনে আছে যে প্রশাসকদেরকে বিভিন্ন ভাষায় ব্যালট প্রদান করতে হবে যদি তাদের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় জনসংখ্যার কিছু শতাংশ মানুষের প্রাথমিক ভাষা ইংরেজি না হয়।

যেসব জায়গায় ব্যালট পেপারের পরিবর্তে ভোটিং মেশিন ব্যবহৃত হয়, সেখানে স্থানীয় প্রশাসকদের দায়িত্ব হবে সেগুলোর নির্বাচন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে বিপুল সংখ্যক অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে হবে নির্বাচনের দিন ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা কাজ করার জন্য।

- যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পরিচালনা করতে হাজার হাজার স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মকর্তার প্রয়োজন হয়।

- ভোটপ্রদান

আমেরিকানরা কিভাবে ভোট দেয়?

কোনো একক জাতীয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করে না বরং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করে। তাই বিভিন্ন স্থানে এমনকি একই অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যালট এবং ভোটদানের প্রযুক্তি থাকতে পারে। আজকাল খুব কম আমেরিকান ভোটারই ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নামের পাশে এক্স চিহ্ন "X" দিয়ে সিল মারে। কারণ অনেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষই অপটিক্যাল সিস্টেম ব্যবহার করে যা যান্ত্রিকভাবে ব্যালট পেপার স্ক্যান করে। ভোটাররা ব্যালট পেপারে বৃত্ত পূরণ করে বা রেখা সংযুক্ত করে। এটা ছাড়াও অনেক জায়গায় নানারকম যান্ত্রিক ভোটিং ডিভাইস ব্যবহার করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য বেশ কিছু পদ্ধতি চালু করেছে নির্বাচনের আগেই ভোটারদের কাছে ব্যালট পৌঁছে দেওয়ার। এই ধারা অনুপস্থিতি বা অ্যাবসেন্টি ব্যালটের সুবিধা দিয়ে শুরু হয়েছে। যেসব ভোটার ধারণা করে যে নির্বাচনের দিন তারা বাড়ি থেকে বা ভোটদান কেন্দ্র থেকে দূরে থাকবে তাদেরকে অ্যাবসেন্টি ব্যালট দেওয়া হয়। কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে এই সুবিধা আরো সহজ করে ফেলেছে। তারা নাগরিকদেরকে সুযোগ দিচ্ছে "স্থায়ী অ্যাবসেন্টি ভোটার" হিসেবে নিবন্ধন করার জন্য, যাদের বাড়িতে নিয়মিতভাবে ব্যালট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দুটি অঙ্গরাজ্য অরেগান ও ওয়াশিংটন- তাদের নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে ডাকযোগে পরিচালনা করে। অ্যাবসেন্টি ভোটাররা সাধারণত তাদের সম্পন্নকৃত ব্যালট ডাকযোগে ফেরত পাঠায়।

কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য নির্বাচনের দিনের প্রায় তিন সপ্তাহ আগে থেকেই শপিং মলে এবং অন্যান্য গণজমায়েত স্থানে ভোটিং মেশিন রেখে ভোট প্রদানের সুযোগ দেয়। নাগরিকরা নিজেদের সুবিধামত এসে ভোট দিয়ে যায়।

• যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যখন মানুষ ভোট দিচ্ছে। ২০১২ সালের ৬ নভেম্বর নিউ ইয়র্কের লংবিচের লিনডেল স্কুলে তোলা ছবি।

আগাম ভোট কি নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে?

না, কারণ নাগরিকরা আগে ভোট দিলেও তাদের ভোট গণনা করা হয় না যতক্ষণ না নির্বাচনের রাতে ভোটদান শেষ হয়।

এর ফলে কোন প্রার্থী এগিয়ে বা পিছিয়ে আছে সে সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখা যায় যেটা হয়ত সেসব ভোটারদের প্রভাব করতে পারত যারা নির্বাচনের দিন পর্যন্ত ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সব জায়গায় একটা জিনিসে মিল আছে যে ভোট শেষ হওয়ার আগে কোনো ভোট আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা এবং প্রকাশ করা হয় না।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো প্রায়ই যারা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসেন তাদের মতামত নিয়ে জরিপ চালায় যা এক্সিট পোল নামে পরিচিত, তথাপি এই চর্চা সাম্প্রতিক বছরে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

- অনেক আমেরিকান অনুপস্থিত বা অ্যাবসেন্টি ব্যালেট ভোট দেয়; তাদের ভোট নির্বাচনের দিনের পর গণনা করা হয়।

BALLOTS ONLY
UNITED STATES POSTAL SERVICE
ELECTION MAIL
TARE WEIGHT 1.0 LBS
TARE WEIGHT 1.07 LBS
LABEL OTHER END
14
10
331

ভবিষ্যতে নির্বাচন সুষ্ঠু রাখতে যুক্তরাষ্ট্র কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে?

২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো নির্বাচন পরিচালনা, ভোটপ্রদান ও ভোটগণনার ক্ষেত্রে ফ্লোরিডায় যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অন্য প্রায় সব জায়গায় হতে পারত। বেশ কিছু সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের প্যানেল বিশেষজ্ঞের মতামত শোনে এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

• ২০০৮ সালের নির্বাচনে ম্যারিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি পার্কে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে ভোট দিয়েছে।

২০০০ সালের নির্বাচনের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য এবং নতুন আরো সমস্যা আসতে পারে সে কথা চিন্তা করে ২০০২ সালে কংগ্রেস 'হেল্প আমেরিকা ভোট অ্যাক্ট' পাস করে। প্রথমত পুরনো আমলের পাঞ্চ কার্ড ও লিভার ভোটিং মেশিন পরিবর্তনের জন্য অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টায় ফেডারেল সরকার তহবিল প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের ভোট যন্ত্রের গুণগত মান প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে এটি ইলেকশন অ্যাসিসট্যান্স কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। কমিশন ভোটদানের মেশিন ও ব্যালটের নকশা, নিবন্ধন ও অস্থায়ী ভোটদান পদ্ধতি, জালিয়াতি প্রতিরোধের কৌশল, নির্বাচনের কর্মীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পদ্ধতি এবং ভোটারদের শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে নিরীক্ষা ও গবেষণা করে।

হেলপ আমেরিকা অ্যাক্টের মাধ্যমে ফেডারেল সরকারের ভূমিকা অনেকখানি সম্প্রসারিত করা হয় যা এতিহ্যগতভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল। তবে এই সংস্কার যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

প্রতিটি ভোটই গুরুত্বপূর্ণ

যুক্তরাষ্ট্রের
পররাষ্ট্র দপ্তর

আন্তর্জাতিক তথ্য
কর্মসূচি ব্যুরো

ছবি/চিত্রের কৃতিত্ব:
PAGE 2 : THINKSTOCK; P4: © AP IMAGES; P6, 7: © SHUTTERSTOCK, INC.; P8, 9: THINKSTOCK; P10: THINKSTOCK; P11: © SHUTTERSTOCK, INC.; P12: THINKSTOCK; P16, 17 RIGHT: © SHUTTERSTOCK, INC.; P17 LEFT: THINKSTOCK; P18, 19: © SHUTTERSTOCK, INC.; P20: © AP IMAGES; P23: © JUSTIN SULLIVAN/ GETTY IMAGES; P24, 26, 27: © SHUTTERSTOCK, INC.; P28, 31: © AP IMAGES; P32, 33, 35-39: © SHUTTER-STOCK, INC.; P40: © AP IMAGES; P42: DENNIS COX/ ALAMY STOCK PHOTO; P44: © BETTMANN/CORBIS; P45, 46, 47: © SHUTTERSTOCK, INC.; P49, 50: © AP IMAGES; P52: © SHUTTERSTOCK, INC.; P53, 54: © AP IMAGES; P56: © SHUTTERSTOCK, INC.

প্রচ্ছদ, ভেতরে সামনের প্রচ্ছদ, পেছনের প্রচ্ছদ: © SHUTTERSTOCK, INC. ভেতরে পেছনের প্রচ্ছদ: THINKSTOCK.
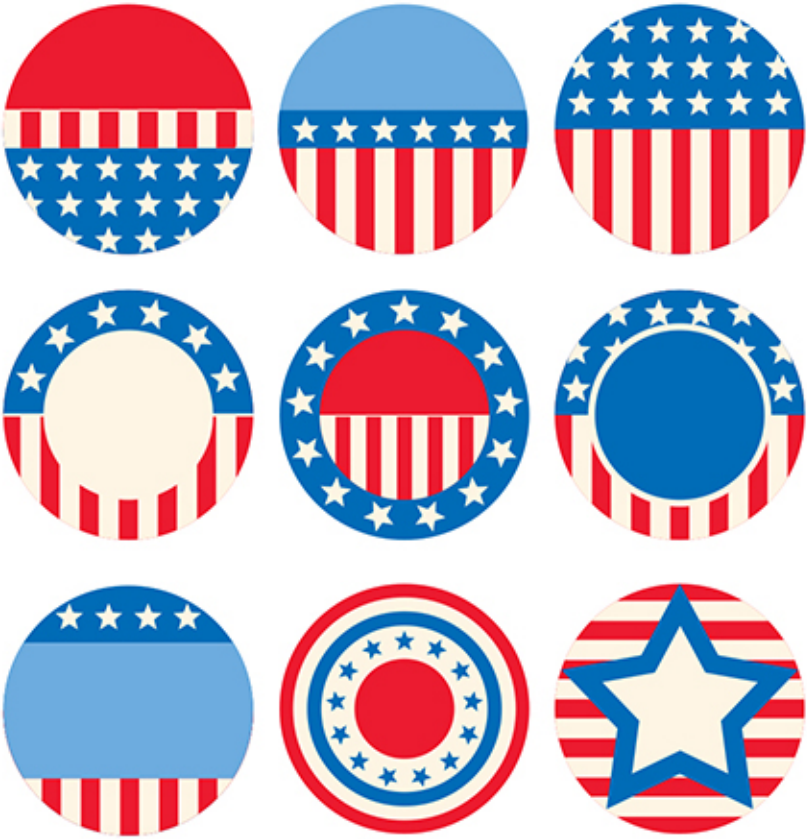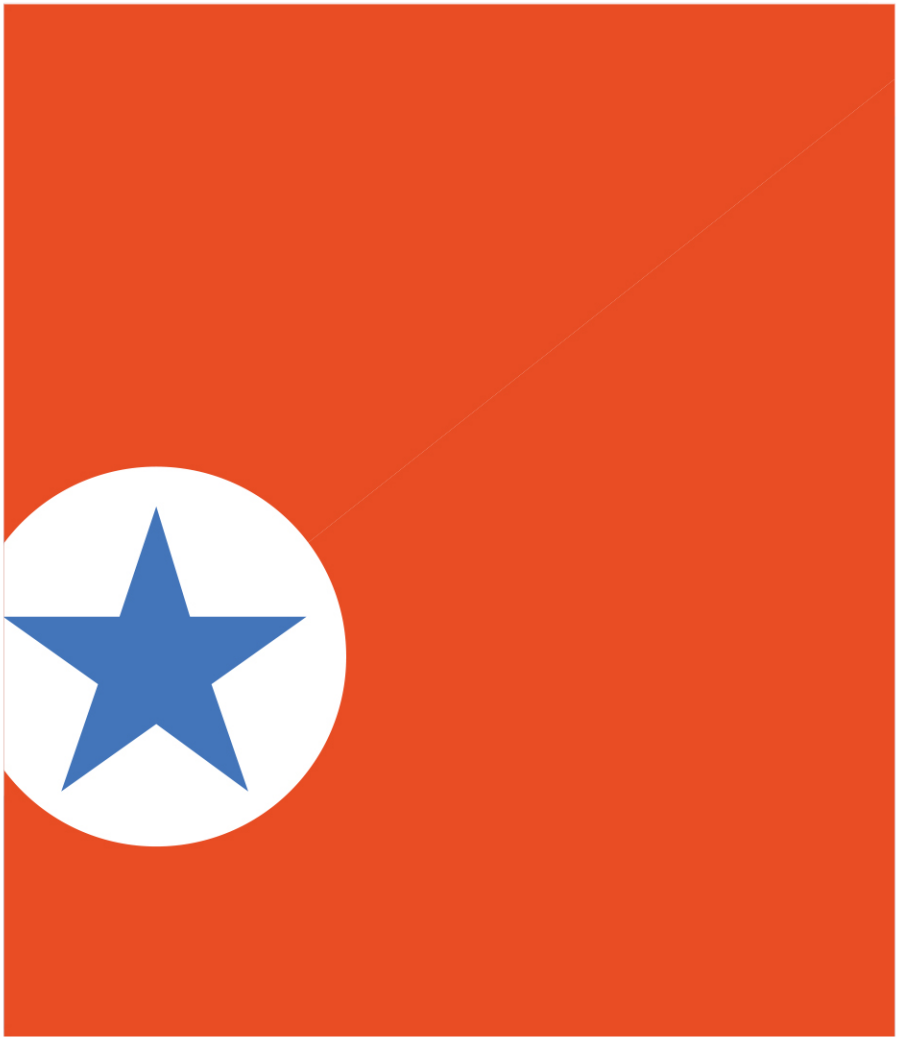
আমেরিকার /// নির্বাচন